125

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 13 APR 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড

বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র পাইতেছে না

রাজশাহী অফিস ॥ ১৬ই এপ্রিল হইতে অনুষ্ঠিতব্য রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় নূতন ও ১৯৯৭ সালের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পুরাতন ২ লক্ষ ৮ হাজার ৮০২ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করিবে-ইহা বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানাইলেও শেষ পর্যন্ত কতজন পরীক্ষা দিতে পারিবে তাহা গতকাল (রবিবার) পর্যন্ত কেহ নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে ভুয়া রেজিষ্ট্রেশনের অভিযোগে বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কম্পিউটার কেন্দ্র প্রায় পাঁচ হাজার পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্র পাঠায় নাই। একই সাথে কম্পিউটার কেন্দ্র ১৯৯৫-৯৬ সালে রেজিষ্ট্রেশন করা বহু বৈধ প্রবেশপত্রও প্রেরণ করে নাই। শিক্ষা বোর্ডের নিকট হইতে সবগুলি প্রবেশপত্র না পাইয়া দূর-দূরান্তের বিভিন্ন জেলা হইতে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরা বোর্ডে ছুটিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা তদবির করিয়াও ফল

(২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড

(শেষ পৃঃ পর)

পাইতেছেন না। বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা সেকশন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলির নিকট হইতে দরখাস্ত গ্রহণ করিতেছে।

গতকাল (রবিবার) রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক জানান, দরখাস্ত পাওয়ার পর সেগুলি যাচাই-বাছাই করিয়া দেখা হইতেছে। শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াইবে এবং কতজন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারিবে তাহা তাঁহার পক্ষে জানানো সম্ভব হয় নাই।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড ভবনের এসএসসি পরীক্ষা সেকশনে এখন প্রচন্ড ভীড়। সকলের মুখে একই কথা-স্কুলে প্রবেশপত্র সবগুলি যায় নাই। কুড়িগ্রাম জেলার কয়েকটি থানার স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানাইয়াছেন, তাঁহারা তিনদিন হইল রাজশাহীতে থাকিয়া প্রবেশপত্র পাওয়ার অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু সেগুলি পাওয়া যাইবে কিনা তাহা অনিশ্চিত। তাঁহারা জানান, তাঁহারা ভুয়া রেজিষ্ট্রেশন অথবা ফরম পূরণের সময় কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করেন নাই। এতদ্সত্ত্বেও কেন এই অবস্থা হইল তাহা তাঁহাদের কাছে অজ্ঞাত। এদিকে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক জানাইয়াছেন, কম্পিউটার কেন্দ্রের প্রবেশপত্র ব্যতিরেকে কোন পরীক্ষার্থীকে বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না।

এদিকে ভুয়া রেজিষ্ট্রেশনের অভিযোগে যে প্রায় পাঁচ হাজার পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্র বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে কম্পিউটার কেন্দ্র পাঠায় নাই তাহার জন্য কাহারা দায়ী পত্র-পত্রিকায় (ইত্তেফাকসহ) এই খবর প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোন তদন্ত টিম গঠন করে নাই।